বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ

২০১৯ ইং সনের ৩(৮) নং গঠনবিধি

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আগামী ২১শে অক্টোবর,২০১৯ইং রোজ সোমবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট হইতে ঃ

১. **বিচারপতি তারিক উল হাকিম**
এবং
বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবির

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অর্থঋণ আদালত, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট-এর আওতাধীন বিষয় ব্যতীত সকল রীট মোশন; শুনানীর জন্য সকল প্রকার রীট বিষয়াদি এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

২. **বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ**
এবং
বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল আকন্দ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন। প্রতি বৃহস্পতিবার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৯৮ ধারা মোতাবেক ২০১৪ইং সন হইতে ২০১৮ইং সন পর্যন্ত ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ নিস্পত্তি করিবেন।

৩. **বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ**
এবং
বিচারপতি মোঃ সোহরাওয়ারদী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ভ্যাট, কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্স সংক্রান্ত রীট মোশন ও শুনানী; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন,২০০১) ৪৮(ক), খ এবং গ ধারা মোতাবেক আপীল; শালিশী আইন হইতে উদ্ভুত দেওয়ানী ও রীট সংক্রান্ত মোশন ও শুনানী; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট রেফারেন্স; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৪. **বিচারপতি মোঃ আশফাকুল ইসলাম**
এবং
বিচারপতি মোহাম্মদ আলী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অর্থঋণ আইন সংক্রান্ত রীট, দেউলিয়া বিষয়াদি, অর্থঋণ আইন হইতে উদদ্ভুত রীট বিষয়াদি ব্যতীত সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত অবমাননার অভিযোগপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

৫. **বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী**
এবং
বিচারপতি আহমেদ সোহেল

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ২০১৬ ইং সন পর্যন্ত সকল প্রকার রীট বিষয়াদি; যে সকল বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং তৎসংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

৬. **বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী**
এবং
বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য শ্রম আইন ও শ্রম আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট-এর আওতাধীন বিষয়সহ সকল প্রকার রীট মোশন এবং শুনানীর জন্য অগ্রাধীকার ভিত্তিতে রাজউক সহ সকল প্রকার রীট বিষয়াদি এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র ।

৭. **বিচারপতি মোঃ এমদাদুল হক**
এবং
বিচারপতি মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন । প্রতি বৃহস্পতিবার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৯৮ ধারা মোতাবেক ২০১৪ইং সন হইতে ২০১৮ইং সন পর্যন্ত ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ নিস্পত্তি করিবেন।

৮. **বিচারপতি মোঃ রইস উদ্দিন**
এবং
বিচারপতি শশাংক শেখর সরকার

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৯. **বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম**
এবং
বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ২০১৫ইং সন পর্যন্ত ফৌজদারী আপীল, ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ গ্রহন করিবেন এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন। প্রতি বৃহস্পতিবার শুধু ৪৯৮ ধারা মোতাবেক ২০১৩ইং, ২০১৪ইং ও ২০১৬ইং সনের ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ নিস্পত্তি করিবেন।

১০. **বিচারপতি মোঃ রেজাউল হক**
এবং
বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন। প্রতি বৃহস্পতিবার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৯৮ ধারা মোতাবেক ২০১৪ইং সন হইতে ২০১৮ইং সন পর্যন্ত ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ নিস্পত্তি করিবেন।

১১. **বিচারপতি শেখ আবদুল আউয়াল**
এবং
বিচারপতি জাফর আহমেদ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী

রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন। প্রতি বৃহস্পতিবার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৯৮ ধারা মোতাবেক ২০১৪ইং সন হইতে ২০১৮ইং সন পর্যন্ত ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ নিস্পত্তি করিবেন।

১২. **বিচারপতি মামনুন রহমান**

এবং

বিচারপতি খিজির হায়াত

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী মোশন; শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল এবং দেউলিয়া বিষয়ক আইনের অধীনে আপীলসমূহ; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলের ৯ অধ্যায়ের ১৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য ৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন ২০০১) ৪৮(ক), খ এবং গ ধারা মোতাবেক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯৯ইং আদেশ নং-৬, ১৯৯১ এর অধীন আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত অবমাননার অভিযোগপত্র;** যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন ।

১৩. **বিচারপতি সৌমেন্দ্র সরকার**

এবং

বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

১৪. **বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী**

এবং

বিচারপতি কাজী জিনাত হক

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এবং মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত সকল প্রকার ফৌজদারী ও রীট মোশন, রিভিশন মোকদ্দমা, আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও তদসংক্রান্ত শুনানী গ্রহণ করিবেন। প্রতি বৃহস্পতিবার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৯৮ ধারা মোতাবেক ২০১৪ইং সন হইতে ২০১৮ইং সন পর্যন্ত ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ নিস্পত্তি করিবেন।

১৫. **বিচারপতি ওবায়দুল হাসান**

এবং

বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এবং মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত সকল প্রকার ফৌজদারী ও রীট মোশন, রিভিশন মোকদ্দমা, আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও তদসংক্রান্ত শুনানী গ্রহণ করিবেন। প্রতি বৃহস্পতিবার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৯৮ ধারা মোতাবেক ২০১৪ইং সন হইতে ২০১৮ইং সন পর্যন্ত ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ নিস্পত্তি করিবেন।

১৬. **বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম**

এবং

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অর্থঋণ আদালত, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল প্রকার রীট মোশন ও শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল এবং আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের জন্য থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

১৭. **বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ**

এবং

বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলাম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

১৮. **বিচারপতি এ, এন, এম, বসির উল্লাহ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

১৯. **বিচারপতি আবদুর রব**

এবং

বিচারপতি মোঃ সেলিম

চেম্বারে প্রতিদিন জেল আপীল গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২০. **বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী**

এবং

বিচারপতি এ, এস, এম আব্দুল মোবিন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র এবং শুনানীর জন্য ২০১৫ইং সাল পর্যন্ত ফৌজদারী আপীল, ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন। প্রতি বৃহস্পতিবার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৯৮ ধারা মোতাবেক ২০১৪ইং সন হইতে ২০১৮ইং সন পর্যন্ত ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ নিস্পত্তি করিবেন।

২১. **বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ**

এবং

বিচারপতি মোঃ মাহমুদ হাসান তালুকদার

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অর্থঋণ আদালত ব্যতীত সকল প্রকার রীট মোশন ও শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের জন্য থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

২২. **বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস**
এবং
বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), **প্রথম বিবিধ আপীল,** প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলের ৯ অধ্যায়ের ১৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য ৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন ২০০১) ৪৮(ক), খ এবং গ ধারা মোতাবেক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ,১৯৯৯ইং আদেশ নং-৬, ১৯৯১ এর অধীন আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২৩. **বিচারপতি ফরিদ আহমেদ**
এবং
বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

২৪. **বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল**
এবং
বিচারপতি রাজিক আল জলিল

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অর্থঋণ আদালত, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান-এর আওতাধীন বিষয় ব্যতীত সকল প্রকার রীট শুনানী; যে সকল বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

২৫. **বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া**
এবং
বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অর্থঋণ আইন সংক্রান্ত রীট, দেউলিয়া বিষয়াদি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থঋণ আইন হইতে উদদ্ভুত রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

২৬. **বিচারপতি এ, কে, এম, সাহিদুল হক**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

২৭. **বিচারপতি সহিদুল করিম**

এবং

বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২৮. **বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

২৯. **বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান**

এবং

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অর্থঋণ আইন সংক্রান্ত রীট, দেউলিয়া বিষয়াদি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থঋণ আইন হইতে উদদ্ভুত রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

৩০. **বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

৩১. **বিচারপতি মোঃ সেলিম**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ
তারিখঃ ২০শে অক্টোবর,২০১৯ইং।

প্রচারের জন্যঃ-

১. বিচারপতি তারিক উল হাকিম
২. বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ
৩. বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ
৪. বিচারপতি মোঃ আশফাকুল ইসলাম
৫. বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী
৬. বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী
৭. বিচারপতি মোঃ এমদাদুল হক
৮. বিচারপতি মোঃ রইস উদ্দিন
৯. বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম
১০. বিচারপতি মোঃ রেজাউল হক
১১. বিচারপতি শেখ আবদুল আউয়াল
১২. বিচারপতি মামনুন রহমান
১৩. বিচারপতি সৌমেন্দ্র সরকার
১৪. বিচারপতি মোঃ মইনুল ইসলাম চৌধুরী
১৫. বিচারপতি ওবায়দুল হাসান
১৬. বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিম
১৭. বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ
১৮. বিচারপতি এ, এন, এম, বসির উল্লাহ
১৯. বিচারপতি আবদুর রব
২০. বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী
২১. বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ
২২. বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস
২৩. বিচারপতি ফরিদ আহমেদ
২৪. বিচারপতি মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী
২৫. বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল
২৬. বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া
২৭. বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম
২৮. বিচারপতি এ, কে, এম, সাহিদুল হক
২৯. বিচারপতি সহিদুল করিম
৩০. বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
৩১. বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান
৩২. বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস
৩৩. বিচারপতি জাফর আহমেদ

৩৪. বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ

৩৫. বিচারপতি রাজিক আল জলিল

৩৬. বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী

৩৭. বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবির

৩৮. বিচারপতি মোঃ সেলিম

৩৯. বিচারপতি মোঃ সোহরাওয়ারদী

৪০. বিচারপতি এ, এস, এম আব্দুল মোবিন

৪১. বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

৪২. বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান

৪৩. বিচারপতি খিজির হায়াত

৪৪. বিচারপতি শশাংঙ্ক শেখর সরকার

৪৫. বিচারপতি মোহাম্মদ আলী

৪৬. বিচারপতি আহমেদ সোহেল

৪৭. বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান

৪৮. বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলাম

৪৯. বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন

৫০. বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

৫১. বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান

৫২. বিচারপতি মোঃ মাহমুদ হাসান তালুকদার

৫৩. বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেন

৫৪. বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার

৫৫. বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক

৫৬. বিচারপতি কাজী জিনাত হক